(১)

KANDI RAJ COLLEGE

4TH SEM - BENG - G - LCC - T - 2

SYNOPSIS - (10)

Dr. Shilpi Bhattacharjya 20.04.20
Dept of Bengali
KANDI RAJ COLLEGE
MS.D.W.B

নাটক - মুক্তধারা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। 'মুক্তধারা'র নাট্যবস্তু বিশ্লেষণ (রূপক-সাংকেতিকতার আলোকে)

(১)

রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসাবে বাংলা নাট্যসাহিত্য তথা বিশ্বনাট্য সাহিত্যে সুপরিচিত। আমরা জেনেছি বিশেষত রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনার জন্য, যুরোপের উনিশ শতকের শেষ দিকে এই প্রকৃতির তত্ত্ব বা প্রতীক নাটক রচনার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। যেমন ধরি ইবসেন, মেটারলিঙ্ক এই ধারার নাটক রচনা করেন, বাংলাতে ধর্ম রূপকের মধ্যে তিনি। ~~তাই না~~ অর্থাৎ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে যুক্তি ও বিশ্বাসের জগতে সার্থকতা লাভ করে গেল। তার যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, যে বিষয় বুঝতে গেলে যেটি বা চেতনাকে জাগ্রত রাখতে হয়, সেই অনুভবের গভীরেই সংকেতের প্রকাশশক্তি। রবীন্দ্রনাথের বাণীতেই সেই সংকেত ধরা: - 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'। এই অনুভবের আলোকেই উদ্ভাসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে বিষয়ের ব্যঞ্জনার চেয়ে রূপসংগঠনের সুদূর প্রত্যয় প্রকাশিত (সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মানব জীবনের যেভাবে), এই সত্যই সাংকেতিকতার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। 'মুক্তধারা' নাটকে আলোচ্য নাটকে মানুষকে বাঁধের বন্ধন থেকে মুক্তি 'মুক্তধারা'কে মুক্তি দিয়েছে অর্থাৎ সকল মানুষ — যা প্রকৃতির অভিজ্ঞান।

(২)

'মুক্তধারা' নাটকের নাট্যবস্তুতে যে সাংকেতিকতার আভাস মেলে তা সুস্পষ্ট ও ব্যঞ্জনাময়ী। এর স্বরূপ বুঝতে নাট্যবস্তুর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ শিবতরাইয়ের ধনিক প্রজাদের সঙ্গে শিবের দেওয়ান উদ্দেশ্য (অর্থাৎ অর্থের জন্যে) বাঁধ দিয়েছে। তাই নির্মাণকার্যের জন্য পুত্র বিভূতি, অভিযন্তা শৌমিত্র বলি হয়েছে বিভূতি হে বহুত ধন।

শিল্পী ভট্টাচার্য
২০/০৪/২০

নাটকের সূচনায় দেখা যায় দূরে আকাশে একটি অগ্নিবর্ণ লৌহযন্ত্রের মাথা এবং শিরীষ আর ভৈরব মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল এই দুটি চিহ্ন দুটি শিল্পীর আবহ সংগীত দিয়ে। মানুষের স্বার্থ (অগ্নিবর্ণ লৌহযন্ত্র - যা উত্তরপুরীর শাসকের কীর্তি) দিয়ে শোষিত মানুষের (শিরীষরাইয়ের শোষিত প্রজাদের) অধিকার হরণ করেছে, যেখানে সৃষ্টি প্রকৃতির দান 'মুক্তধারা' (ভৈরবের জটাজালের গঙ্গা - শৌর্যবীর্য অনুষঙ্গ) - এও কালে যে সকলের অধিকার। সেকালে দাম্ভিক সাম্রাজ্যলোভী শাসকদের মান ঘটেনি। বিভূতি (রাজকুমার/অনুপম ইঞ্জিনিয়ার) এদেরই নির্দেশের অবতার। যে মানবিকতা মানব কল্যাণে এর যন্ত্র ও এর নাম রক্ষিত হয়েছে - নমো যন্ত্র নমো যন্ত্রী।

নদীর ধারার (লাইফ লাইন) অবাধ বেগে বেয়ে চলেছে - তা দেশ-কালের সীমানাকে বাঁধ পরায়। নদীর জল আর কল কল দুই ধারের গাছ ওর সন্তান, প্রাণ আর কল কল আর যে জীবন মুক্তধারা তারই প্রতীক। নদীর এই স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে রক্ষা করতে সাম্রাজ্যলোভী শাসক বাঁধ দিয়ে দিয়েছে আটকে। এখানে (লাইফে) দেখা গেছে উত্তরপুরীর শাসকের এমন কলকব্জা ও ধনসংগ্রহের ভুগছে শিরীষরাইয়ের অসহায় জনসাধারণ। এই অন্যায়-অত্যাচার শাসিত এবং শাসক যখন যখন 'মুক্তধারা' বা নদীসংগীত - সেই গান দিয়েই আহত হয়ে। কিন্তু শাসক বিদেশের হাতে বস্তুতই হতে - সবই বন্ধ। তবে শিরীষরাইয়ের প্রাণ - মীর মৃত্যুঞ্জয়।

সাম্রাজ্যলোভী শাসক বা তন্ত্রের অধিপতি শুধু এরা দেশের মানুষের কাছেই নয়, পাশের শাসক-মানুষের কাছে এর মুখোশ বা মর্মকাহিনী হয়ে ওঠে - তত্ত্ব রাজনীতি (সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞায় যুদ্ধনীতি)। যেমন উত্তরপুরীর প্রজা বটুকের কাছে এই বাঁধ দুঃখদায়ক। রাজার এই কর্ম কখন দিয়ে তার প্রাণ হরিয়ে নেয়। বাঁধ তৈরির কাজে শুধু মুনাফা হরিয়ে - লাভালাভী - অনুষঙ্গ আর দিয়ে কাজ করে স্বার্থের খোঁজ।

শান্তিপুর ২০.০৪.২০

চাইছে। ~~[illegible]~~। আর শিবতাণ্ডবের মাধ্যমে আছে। বাঁধন আলগা
পাপ মারতে পারবে লোহার বড়ি' – তীব্র ব্যঙ্গে এই সামন্ত-সমাজের উপর
সর্বাধিক প্রধান আঘাতের সাংকেতিক ভাষায়।

(৩)

এই অন্যায় বা সার্থক চিত্রণের পাশাপাশি, যেন রক্তপাত মাখানো মুক্তির বাণী
আসলে তা চরিত্র ধারণাধারণ (সত্যজিৎ নয়) দিয়ে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত করেছেন।
এই মুক্তির বাণী দিয়ে সমাজের উত্তরাধিকারেই রাজকুমার মুক্ত আত্মার অভিজ্ঞি,
তাঁর মনে হয়েছিল (সম্প্রদায় চিত্রণের নৈতি বাঁধনে) সারা দুঃখের যেন সূর্যাস্ত
মেঘের ফুলে ফুলে দাঁড়িয়ে আছে, যেন এক উড়ন্ত পাখির ঝুলে গল
গিয়েছে, তাঁর মনে হয়েছে ~~এই বাঁধনে দুঃখের যেন সূর্যাস্ত মেঘের ফুলে ফুলে~~
~~দাঁড়িয়ে আছে। যেন~~ এই বাঁধ বিচারীর সংগীতের অন্ধ হয়েছে। কবি আত্মার
যেমন যে তাঁর সুখ চরিত্র অভিজ্ঞিৎ-এর সাথে মেলেনি। এই বাঁধন ছেড়ার সাধনায়
সে এগিয়ে গেছে। তাই তো আমা ভুলিয়াছে তাই সঙ্কুচ ও ঠাকুরদার শিষ্যজিৎ
শিবতাণ্ডবের মধ্যে – 'দেবতার পূজার পূজারি তারেরে', রাজপুত্র অভিজ্ঞিৎ
নিজে ভয়ে জয় করেন – তাতেই এই সংলাপ 'হোক পাপ তীব্র মার্ডে বাবা,' এই
বাণীতে পাপের হতে শিবতাণ্ডবের প্রকাশের পথ দিয়ে এগিয়ে গেছেন, তিনি
দিতে তিনি আমাদের চিত্রণে বাঁধ নির্মাণের চিত্রপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি
পরিমণ্ডলের পথ খুলে দিয়ে মেকাবাদের মুক্তি দিলেন প্রাণ-উৎসারণ,
পাপের থেকেও যে প্রধান তখন তাহার সেকথা জানিয়ে দিয়ে গেলেন অভিজ্ঞিৎ।
আমা সমুদ্রে আলোর পাখী ---- রাজপুত্র হতে যত্রপ্রেতী
আত্মার প্রধান যে উৎসারে।

ইতিহাস,

ইতিমধ্যে দুটি চিত্রের উপর আলোচনা (SYNOPSIS) তৈরি করে পাঠানো
SYNOPSIS – ④ কবি জীবনানন্দ, ⑦ সুঅধ্যায়, ⑩ সুঅধ্যায়। এর সাথে আমার আলোচনা
ক্রমে ক্রমে পাঠানোর ইচ্ছে রাখি,

শীলাভট্টাচার্য
২০১০৪/২০

শীলাভট্টাচার্য